তারিখ 05 OCT 2015
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ২

সংবাদ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

এলাকাবাসী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক বৈরী : এক বছরে ১৫ হামলা

হামলার জেরে দীর্ঘদিন বন্ধ ক্যান্টিন

লিয়াকত আলী বাদল, তপন কুমার রায় রংপুর থেকে

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসী ও বহিরাগতদের একের পর এক হামলা এবং মারধরের শিকার হচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চলতি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই এক বছরে প্রায় ১৫টি হামলার শিকার হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শুধু সাধারণ শিক্ষার্থীরা নয়, এই হামলা থেকে রেহাই পায়নি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও। দিন দিন স্থানীয়-বহিরাগত ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করেছে। সর্বশেষ গত ১৩ সেপ্টেম্বর উচ্চস্বরে গান গাওয়ার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবস্থিত একটি ছাত্রাবাসে হামলা এবং পরদিন সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস থেকে ফেরার পথে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে বেধরক পিটিয়ে আহত করে স্থানীয় কতিপয় যুবক। এই ঘটনার কিছুদিন আগেই স্থানীয়- শিক্ষার্থীর আরেকটি দ্বন্দ্বের জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ক্যান্টিন (অস্থায়ী ও স্থানীয় এক ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত) ভাঙচুরে আজও বন্ধ হয়ে আছে সেই ক্যান্টিন।

সূত্রে জানা যায়, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ১৫টির মতো স্থানীয় এলাকাবাসী-বহিরাগত ও শিক্ষার্থীদের মাঝে হামলা-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব বাসে বহিরাগতদের যাতায়াত ও জোড় করে বাসে উঠে ছাত্রীদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করলে হামলা ও মারধরের শিকার হন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী মোঃ রুবেল হোসেন। গুরুতর আহত হয়ে মেডিকেলে ভর্তি হন সেই শিক্ষার্থী। এই হামলার প্রতিবাদের পরদিন ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনসহ কুড়িগ্রাম-রংপুর-ঢাকা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। একই বছরে নভেম্বর মাসে মোবাইল ফোন চার্জারের ওয়ারেন্টি থাকা সত্ত্বেও পূর্বেই নষ্ট হলে শর্ত অনুযায়ী তা পরিবর্তন করে চাইলে স্থানীয় এক দোকানদারের মারধরের শিকার হন আরেক শিক্ষার্থী। ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই কুড়িগ্রাম-রংপুর-ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিষ্পত্তি করেন।

শুধু সাধারণ শিক্ষার্থীরা নয়, স্থানীয় ও বহিরাগতদের কাছে হামলার শিকার বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও। আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সংঘর্ষের জেরে গত ১৯ জানুয়ারি স্থানীয় প্রভাবশালী যুবলীগ নেতার হামলার শিকার হন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সোলায়মান হোসেন সিজার। ক্যাম্পাসের ভিতরে ভিসির বাসভবনের সামনেই অনেকের উপস্থিতিতে রক্তাক্ত হামলার শিকার হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন এই ছাত্রলীগ নেতা। একইভাবে চলতি বছরের ২ জুন স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতাদের হামলা ও মারধরের শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আলী রাজ গ্রুপের অনুসারী নেতাকর্মীরা। এই হামলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ৬ জন আহত হয়। গুরুতর আহত হয়ে মেডিকেলে ভর্তি হন ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তিতাস চন্দ্র, রাজীব মণ্ডল ও সহ-সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন। ঘটনায় হামলা ও সংঘর্ষকালে স্থানীয় তিন যুবককে আটকও করে পুলিশ। স্থানীয় এক ব্যক্তির হাতে ফিরোজ নামের এক শিক্ষার্থীকে বেধরক মারধরের ঘটনায় স্থানীয় খোকন নামের এক ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ক্যান্টিন ভাংচুরের ঘটনায় আজো বন্ধ রয়েছে। গত ১৭ আগস্ট মোটরসাইকেল রাখাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ফিরোজকে বেধরক পেটায় স্থানীয় এক যুবক। সেই অভিযুক্ত যুবকের সাথে ক্যান্টিনের মালিক খোকনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং মারধরের সময় তিনি উপস্থিত থাকায় ঘটনার কিছুক্ষণ পরপরই একদল শিক্ষার্থী এসে ক্যান্টিনটি ভাংচুর করে চলে যায়। সেই ঘটনায় আজ পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে সেই ক্যান্টিন।

সর্বশেষ গত ১৩ সেপ্টেম্বর। উচ্চস্বরে গান গাওয়ার অভিযোগে স্থানীয় কতিপয় যুবকের হামলার শিকার হন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মোঃ রাজু ইসলাম। মাথায় চোট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এই শিক্ষার্থী। এভাবেই একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় স্থানীয়-বহিরাগত ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সম্পর্ক চরম দ্বন্দ্বের রূপ নিচ্ছে। আর এই হামলা ও সংঘর্ষগুলোর মূল কারণ হিসাবে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন শিক্ষার্থীদের বড় দুর্বলতা তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এলাকাবাসীর কাছে অনেকটা নির্ভরশীল ও জিম্মি। ছেলেদের কোন আবাসিক হল না থাকায় তাদের ক্যাম্পাসে বাইরে ব্যক্তিমালিকানায় গড়ে ওঠা মেসগুলোতে থাকতে হয়। অবশ্য চলতি মাসে ছেলেদের জন্য নির্মিত দুটি হল চালু করা হবে বলে জানা গেছে। সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টরিয়াল বডি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সাবেক প্রক্টর ড. নাজমুল হকের দায়িত্বে উদাসীনতা, প্রায় তিন মাস প্রক্টরের পদ শূন্য এবং এসব ঘটনার পর মীমাংসা ও সমঝোতা ব্যতীত দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না নেয়ার কারনে এরকম একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। অবশ্য সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রক্টর শাহীনুর রহমান (চলতি দায়িত্ব) পূর্বের প্রক্টরের অসুস্থজনিত কারণে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারেননি বলে স্বীকারও করেছেন। একই সাথে এখন থেকে শিক্ষার্থীসহ সকলের নিরাপত্তার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে দেখা হবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রক্টর শাহীনুর রহমান বলেন, সকলের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে দেখা হবে।